সার্ভার জটিলতায় ৪৮৪টি সরকারি ওয়েবসাইট বন্ধ

ভিজিটর ও কন্টেন্ট আপলোড বেড়ে যাওয়ার কারণে সার্ভারের ত্রুটির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর, অধিদফতরের ৪৮৪টি ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো ভিজিটররা প্রবেশ করতে পারছেন না।

এদিকে আগামী দুদিনের মধ্যে ওয়েবসাইটগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে জানিয়েছে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অতি সংবেদনশীল বিভিন্ন সরকারি দফতরের ওয়েবসাইটগুলোর সার্ভারেও সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। এটুআইর কর্মকর্তাদের দ্রুত পদক্ষেপে আপাতত সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দফতর-অধিদফতরের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছিল না। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সমস্যা অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে। তবে এখনও দফতর-অধিদফতর ও সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আব্দুল মান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, সার্ভার সম্প্রসারণের কারণে অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখা যাচ্ছে না। আমাদের লোক রাতদিন কাজ করছে। যে সাইটগুলো দেখা যাচ্ছে না, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

ভারতের আপত্তিতে সৌদি আরবের নোট প্রত্যাহার

সৌদি আরবের ২০ রিয়ালের নতুন ব্যাঙ্কনোট নিয়ে গত মাসেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে ছাপা ওই নোটে

জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখকে ভারতের মানচিত্রের বাইরে রাখা হয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে ভারতের আপত্তির পরে সেই নোট অবশেষে প্রত্যাহার করে নিল সৌদি আরব। নতুন ওই নোট ছাপা বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আগে যে সব নোট ছাপা হয়েছিল, তা ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে সৌদি প্রশাসন।

এদিকে আজ শনিবার থেকে সৌদিতে শুরু হচ্ছে জি-২০ সম্মেলন। সেই উপলক্ষেই গত মাসের শেষ দিকে নতুন এই ২০ রিয়ালের নোটটি বাজারে ছাড়ে সৌদি প্রশাসন। নোটের একদিকে সৌদি আরবের রাজা সালমান বিন আবদুল্লাজিজ আল সৌদের ছবি এবং এ বছর জি-২০ সম্মেলনের প্রতীক রয়েছে।

অন্য দিকে বিশ্ব মানচিত্র। আর সেখানেই ভারতের মানচিত্রটি বিকৃত করে ছাপা হয়। এ নিয়ে তখনই আপত্তি জানায় ভারত। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আউসফ সৈয়দ বিষয়টি নিয়ে সৌদি প্রশাসনের কাছে ভারতের আপত্তি স্পষ্ট করে দেন। তার পরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে সৌদি প্রশাসন। অবশেষে সম্মেলন শুরুর ঠিক আগে ওই নোট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ওই নোটটি স্মারক হিসেবে ছাপা হয়েছিল। তা বাজারে ছাড়া হয়নি। ভারতের আপত্তির কথা মাথায় রেখে নতুন নোট ছাপা বন্ধ করার পাশাপাশি সব নোট প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী) চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় শহরের টাউন ফুটবল মাঠের পাশে জেলা কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। সম্মেলনে কমরেড সৈয়দ মজনুর রহমানকে সভাপতি ও কমরেড আলাউদ্দিন উমরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সদস্য কমরেড মুনসুর আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভিটু।

সম্মেলনে দ্বিবার্ষিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির নেতারা হলেন সভাপতি কমরেড সৈয়দ মনজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড আলাউদ্দিন উমর, সাংগঠনিক সম্পাদক কমরেড আব্দুস সামাদ, কোষাধ্যক্ষ কমরেড অ্যাডভোকেট বদর উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক কমরেড মুনসুর আলী এবং সদস্য নির্বাচিত হন কমরেড ডা. আব্দুর রশিদ, কমরেড সেকেন্দার আলী, কমরেড ফরহাদ হোসেন, কমরেড কল্পনা বেগম ও কমরেড দোস্ত মোহাম্মদ।

মেহেরপুরের বারাদীতে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোমিনের গণ সংযোগ

মেহেরপুর সদরের নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ন নির্বাচনকে সামনে রেখে জয় বাংলা জয় বঙ্গ বন্ধু স্লোগানে গণসংযোগ ও মটর সাইকেল র্যালি বের করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বাদ আছর চেয়ারম্যান প্রার্থী মোঃ মোমিনুল ইসলাম মোমিন এ মটর সাইকেল র্যালি বের করেন।

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করবেন বলে মোমিনুল ইসলাম জানান। তিনি বারাদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামসহ এলাকায় সমর্থকদের নিয়ে গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণা চালান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বারাদী ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতি শামিম

ফেরদৌস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সাবেক ৪ নাম্বার ওয়ার্ড সভাপতি মুক্তি মিয়া সাধারণ সম্পাদক খাকছার আলী ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফি সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন মুলুক, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ, আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার,

বারাদী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, সাবেক ছাত্রনেতা বেলাল উদ্দিন মানিক, যুবলীগ নেতা সালাউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, সোহেল রানা, আহসান হাবীব, ছাত্রলীগ সভাপতি আল মামুন সাধারণ সম্পাদক রবিন, বারাদি ইউনিট আওয়ামী লীগ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান মুলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে ভৈরব ডাইনস্ ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ভৈরব ডাইনস্ ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট’র উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর মোনাখালী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় হায়দার আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে ভৈরব ডাইনস্ ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করা করেন।

ভৈরব ডাইনস্ ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট এর সত্ত্বাধিকারী শেখ বিপ্লব আল আদিল তার বক্তব্যে অতিথিদের স্বাগত জানান এবং খাবারের গুণগত মানসহ রেস্টুরেন্ট এর সার্বিক বিষয় গুলো তুলে ধরেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি কামারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মিনারুল ইসলাম, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইয়ামিন, ইউপি সদস্য মফিজুর রহমান, সাবেক ইউপি সদস্য হাসেম আলী প্রমুখ।

মেহেরপুরে সূর্য পূজা পালিত

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর সুইপার কলোনির হরিজন গুষ্ঠিতে দুই দিনব্যাপী পালিত হচ্ছে সূর্য পূজা। সূর্য পূজাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় ছট বা ছোট পূজা। প্রতিবছর কালী পূজার পর শুক্ল পক্ষের ষষ্টি তিথিতে নদীর তীরে সূর্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে এই পূজা উদযাপন করা হয়।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর ভৌরব নদে মনোবাসনা পূর্ণ, আপদ-বিপদ দূরীকরণসহ বিভিন্ন মানত পুরণে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভিতরে সুইপার কলোনির হরিজন গষ্ঠির বাসিন্দারা এই সূর্য পূজা পালন করে থাকে।

মেহেরপুর সুইপার কলোনির দলনেতা মিঠু বাসফোড় মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, হরিজন জনগোষ্ঠীর উৎসবের মধ্য এক বড় উৎসব হলো ছোট পূজা বা (সূর্য পূজা)। যেটি পাঁচ হাজার বছর আগে মহাভারতে গঙ্গা দেবীর পুত্র ভিঙ্গো পিতামা (বিশ্ব) তিনার সারথি র সন্তান প্রাপ্তির জন্য প্রথম এই পূজা করেন এবং তিনি ছিলেন হরিজন গুষ্ঠির।

তাই ছট পূজা (সূর্য পূজা) আমরা আদিম যুগ থেকেই করে আসছি এবং এই সূর্য পূজার প্রথম দিন বিকালে আমরা পূজারীরা উপবাস থেকে ফুল, প্রসাদ, বাদ্য-বাজনাসহ বিভিন্ন পূজার সামগ্রী নিয়ে নদের তীরে উপস্থিত হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমরা নদীতে গোসল এবং কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে কুলায় সাজানো প্রসাদ নিয়ে পূজা শুরু করি।

এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সকলেই আমরা বাড়িতে ফিরে যাই। আবার পরের দিন যেটা আগামী কাল করবো অন্ধকার ভোরে নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত থেকে একই নিয়মে পূজা শুরু করবো। সূর্যদয় হওয়ার পর সূর্যকে প্রণাম করে নদীতে স্লান এবং শরবত পানের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে সূর্য পূজা।

সূর্য পূজা করতে আসা অজয়, সুরেন, সনদিপ, মায়া, মহাদেব বলেন, আমরা সূর্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করতেই এই পূজা করে থাকি। প্রতিবছর এই ছট

পূজা করতে আশি এই ভৌরব নদেতে। এছাড়াও সকলের শান্তি কামনায় এই পূজা করি আমরা ।

গাংনীতে হাতির পিঠে বরের আগমন!

মেহেরপুরের গাংনীতে হাতির পিঠে চড়ে কনের বাড়িতে বিয়ে করতে এসেছেন বর তুলিপ। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের মুন্সিপাড়া থেকে হাতি, ঘোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি বহর নিয়ে সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামের সানজিদা আক্তার শাওনকে বিয়ে করতে কনের বাড়ীতে আসেন বর তুলিপ।

শাওন মদনা গ্রামের আকছেদ আলীর মেয়ে ও তুলিপ গাড়াডোব মুন্সিপাড়ার ময়নাল হকের ছেলে। যান্ত্রিক যুগে এ ব্যতিক্রমী বিয়ে বহর দেখতে রাস্তার দু’পাশে উৎসুক জনতার ভিড় লেগে যায় ।

বর তুলিপ বলেন, সকলেই মনে মনে একটু ব্যতিক্রম কিছু করতে চায়। সে উদ্দেশ্য এবং পিতার শখ পূরণের জন্য তার এ হাতিতে চড়ে বিয়ে করা।

বরের আত্মীয় আখেরুজ্জামান জানান, করোনা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া ঠিক হয়নি। তবে বরের পিতা ময়নাল হকের শখ পুরণে অল্প সংখ্যক লোকজন নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

বর্তমানে সব কিছুতে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও এ ব্যতিক্রমধর্মী বিয়ে পুরাতন ঐতিহ্যকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছে বার বার।

কুষ্টিয়ায় মহানবীকে কটুক্তি

করায় স্কুলের পরিচালক আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে আমিরুল ইসলাম (৫৫) নামের এক অনলাইন স্কুলের পরিচালককে পুলিশ আটক করেছে।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে মিরপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটককৃত আমিরুল ইসলাম উপজেলার ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। সে নিমতলা দারুস সালাম অনলাইন মডেল স্কুলের পরিচালক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি করায় তাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

কালীগঞ্জে ধান তুলতে ব্যস্ত কৃষকরা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কৃষকরা সোনালী ধান ঘরে তুলতে ব্যস্ত, অন্যদিকে চলছে ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব। নবান্নের আনন্দে আমন ধান কাটার ধুম লেগেছে কালীগঞ্জ উপ-জেলার প্রতিটা গ্রামে গ্রামে। আগাম জাতের আমন ধানকাটা মাড়াই চলছে পুরোদমে। মাঠের সোনালি ধান এখন ঘরে তুলতে ব্যস্ত এ অঞ্চলের কৃষকরা।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায়, চলতি বছর আমন চাষে প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবিলা করতে হয়েছে উপজেলার কৃষকদের। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় নির্বিঘ্নে ধান কাটা মাড়াই ও শুকানোর কাজ করতে পারছেন কৃষান-কৃষানিরা।

মাঠ জুড়ে সোনালি ধানের মৌ মৌ গন্ধে মনের আনন্দে কাজ করছেন তারা। কথা বলার মতো ফুরসত নেই তাদের। কালীগঞ্জ উপজেলা ভাটাডাঙ্গা, গুমরাইল, মালিয়াট, হাজিপুর মুন্দিয়া, রঘুনাথপুর, তত্তিপুর, আড়মুখী গ্রামে বাম্পার ফলন হয়েছে ।

ধান কেটে অনেক কৃষকই আঁটি বেঁধে কাঁধে করে, আবার অনেকেই বিভিন্ন যানবাহনে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। বাসা-বাড়ির উঠানে চলছে আগাম জাতের ধান মাড়াইয়ের কাজ। এসব ধান নিয়ে কৃষকের যেমন ব্যস্ততা তেমনি আনন্দও প্রচুর। অনেকের বাড়িতে চলছে শীতের সকালে ভাঁপা পুলি, তেল পিঠা, নতুন চালের পায়েস ও নাড়ু মুড়ির মুখরোচক খাবার।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জেলার ছয় উপজেলায় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। এই মৌসুমে জেলায় বেশির ভাগ জমিতে রোপা আমণের চাষ করা হয়েছে। মোট আবাদের মধ্যে রয়েছে সুগন্ধি ব্রি-ধান।

অপরদিকে, কয়েক দফার বন্যা এবং অতি বৃষ্টির কারণে নিম্মাঞ্চলের অনেক জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কালীগঞ্জ উপজেলার ফরাশপুর গ্রামের কৃষকরা জানান, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ধানের বাম্পার ফলন ভালো হয়েছে এবার। অগ্রহায়ণ মাসে পুরো ধান কাটা শুর হলেও আগাম জাতের বিভিন্ন ধান কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে কাটা শুর করেছি।

কালীগঞ্জ কৃষি কর্মকর্তা শিকদার মোহাইমেন আক্তার বলেন, ঠিকমতো সার কিটনাশক পাওয়ায় ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে।

ম্যানেজার ও ক্যাশ অফিসারসহ ৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংক শাখার সাময়িক বরখাস্তকৃত ম্যানেজার শৈলেন বিশ্বাস ও ক্যাশ অফিসার আব্দুস সালামসহ তিনজনের

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দেশের সব স্থল ও বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর এ সংক্রান্ত একটি চিঠি দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকটির সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক শৈলেন কুমার বিশ্বাস, অফিসার ক্যাশ আবদুস সালাম ও অস্থায়ী মাঠ সহকারী আজির আলী জাল কাগজপত্র তৈরি করে মৃত ব্যক্তি, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও প্রবাসীসহ শত শত মানুষের নামে কৃষি ঋণ তুলে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন।

ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের ঘটনা সত্য প্রমাণিত হওয়ায় উল্লেখ তিন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এ নিয়ে পত্রিকায় তথ্য ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশিত হলে তারা ঝিনাইদহের সিনিয়র সাংবাদিক আসিফ কাজল ও যুগান্তরের কালীগঞ্জ প্রতিনিধি সোহাগের নামে আদালতে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, কৃষি ঋণের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ শামস-উল ইসলাম বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

সূত্র জানায়, জাল কাগজপত্র তৈরি করে মৃত ব্যক্তি, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও প্রবাসীসহ শত শত মানুষের নামে শৈলেন বিশ্বাস, আবদুস সালাম ও আজির আলী কৃষি ঋণের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে।

কালীগঞ্জ উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের জগন্নাথ বিশ্বাসের ছেলে শৈলেন ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই শাখা ম্যানেজার পদে যোগ দেন। তার বিরুদ্ধে আগেও নানা অনিয়ম-অভিযোগের তদন্ত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটায় ২০১৭ সালের ৫ অক্টোবর কালীগঞ্জ শাখায় অফিসার ক্যাশ পদে যোগ দেন হরিণাকুণ্ড উপজেলার ভেড়াখালী গ্রামের আবদুস সালাম।
তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার বিরুদ্ধে রাজশাহীতে খুন, চাঁদাবাজী, অপহরণ ও অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা থাকার পরও কি ভাবে তিনি ব্যাংকের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় চাকরি পেলেন তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

রাজশাহীতে তিনি বাইট্টা সালাম নামে পরিচিত। চাকরি পাওয়ার পর তাকে ঋণ শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়। শৈলেন ও সালামকে সঙ্গে করে প্রতারক আজির আলী নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে।

স্থানীয় চক্রের সহযোগিতায় তারা জালিয়াত সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। কৃষকসহ কাল্পনিক গ্রহীতাদের নামে কাগজপত্র তৈরি করে এবং ভুয়া স্বাক্ষর করে তারা কৃষিঋণ নেন।

জানা গেছে, কৃষকদের ৪ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদে এক লাখ টাকার নিচে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে আসছিল ব্যাংকটি। অনুমান এক হাজার ১০০ জনের নামে পৌনে চার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ব্যাংকটির আঞ্চলিক অফিস থেকে প্রতি বছর তদারকি করা হয়েছে। একাধিক এজিএম ও ডিজিএমও শাখা পরিদর্শন করেছেন।

কিন্তু কারও চোখে জালিয়াতির বিষয়টি এতদিন ধরা পড়েনি। শৈলেন বিশ্বাসকে চুয়াডাঙ্গায় বদলি করা হলে শাখায় নতুন ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন এসপিও নাজমুস সাদাত। তিনি যোগদানের পর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে টাকা আত্মসাতের মহাজালিয়াতির খবর। ২০২০ সালের ২২ জুন যোগ দিয়ে নাজমুস সাদাত খাতা-কলমে ঋণ বিতরণের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল খুঁজে পাননি।

একই বছর ৩০ সেপ্টেম্বর জোনাল অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক শেখ দীন মহম্মদ শাখাটি পরিদর্শন করেন। কয়েকজন ঋণগ্রহীতার কাছে তিনি ফোন করলে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। একই দিন আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আনোয়ার হোসেনকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্তে লাখ লাখ টাকার হিসাবের গরমিল বেরিয়ে আসে। ঝিনাইদহ জোনাল অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক শেখ দীন মহম্মদ বলেন, এলাকার ১১শ’ কৃষকের মাঝে পৌনে ৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কত কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে তা অডিট শেষে জানা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, জড়িতরা গোপনে ২৭ লাখ টাকা ব্যাংকে ফেরতও দিয়েছেন।

এদিকে, গত বুধবার ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় শেখ দীন মহম্মদ ঘটনাটি জানান।

একই সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পার্থ প্রতিম জানান,

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে গুরুত্ব সহকারে ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।